প্রথম আলো

তারিখ: 06 SEP 2016
পৃষ্ঠা: ২০ কলাম: ৬

মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

কেরানীগঞ্জে হবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কারাগারের খালি জায়গা বা পূর্বাচল নয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ হবে ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনা ২৫ বিঘা জমির পাশে আরও প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করে একাডেমিক ভবন, আবাসিক হলসহ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের শেষ পর্যায়ে এমন সিদ্ধান্ত হয় বলে প্রেস ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। নিজ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত ওই ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকের শেষ পর্যায়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়। তবে রাজধানীর পুরান ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জায়গা আছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই থাকবে।

মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান জায়গায় কিছু কার্যক্রম থাকবে। আর বাকি সব কার্যক্রম কেরানীগঞ্জে একই জায়গায় নেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার। সে ক্ষেত্রে বর্তমান জায়গাটি 'সিটি ক্যাম্পাস' করা হতে পারে।

২০০৫ সালে কলেজ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর বিভিন্ন সময় আবাসনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। সর্বশেষ মাস খানেক ধরে শিক্ষার্থীরা পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে কেন্দ্রীয় কারাগারের খালি জায়গায় ও কেরানীগঞ্জের নিজস্ব জায়গায় আবাসিক হল নির্মাণের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। এই পরিস্থিতিতে সরকারের এই সিদ্ধান্ত এল।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অন্যতম একজন রাইসুল ইসলাম গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, এ নিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

আপাতত কোনো কর্মসূচি নেই। ঈদের পর ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খুললে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে তিনি সরকারের এই সিদ্ধান্তে আপাতত সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, সরকার এর আগেও অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই তাঁরা চান, দ্রুতই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হোক।

সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কেরানীগঞ্জ ছাড়া আর কোথাও জমি কেনা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়টির বড় কার্যক্রমই হবে কেরানীগঞ্জে। সেখানে কতটুকু জমি লাগবে, এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বিঘা জমি আছে। একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করার জন্য যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন, সেটা নেওয়া হবে।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে যে জায়গা আছে, তাতে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব। মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যেহেতু কেরানীগঞ্জে জমি কেনা হয়েছে, তার আশপাশে আরও জমিও আছে, তা সরকার কিনতে পারবে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন সেই জমি অধিগ্রহণের জন্য কাজ শুরু হবে। সেখানে মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে।

ইটভাটা সংশোধন আইনের খসড়া ফেরত : গতকালের নিয়মিত বৈঠকে ইটভাটা আইন সংশোধনের খসড়া ওঠানো হলেও মন্ত্রিসভা আইনটি ফেরত পাঠিয়েছে। একাধিক মন্ত্রী *প্রথম আলো*কে বলেন, সংশোধিত আইনে সিমেন্ট ও বালু দিয়ে ইট তৈরির ক্ষেত্রে লাইসেন্স লাগবে না বলে প্রস্তাব করা হয়েছিল। মাটির বদলে সিমেন্ট-বালু দিয়ে ইট তৈরিতে উৎসাহ দিতে এই প্রস্তাব করা হয়। এ ছাড়া ইটভাটার জন্য পাহাড়ের এক কিলোমিটার ঢালু থেকে মাটি কাটার বিষয়টি সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়। তাঁরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আগে প্রণীত ইটভাটা আইনটি বাস্তবায়িত হয়নি, সেটির বাস্তবায়ন ছাড়া নতুন আইন করে লাভ হবে না।

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, মন্ত্রিসভা আইনটি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করতে বলেছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, গতকালের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ও সাবেক সাংসদ এম আবদুর রহিমের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেছে মন্ত্রিসভা। এ ছাড়া পাঁচজন মন্ত্রী তাঁদের বিদেশ সফর সম্পর্কে মন্ত্রিসভাকে অবহিত করেন।